বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ
বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি প্রজেক্ট-১

ভোমরা স্থলবন্দর অবোকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প

স্থানঃ গ্রাম - লাখিদারী, ইউনিয়ন - ভোমরা, উপজেলা - সাতক্ষীরা সদর, জেলা - সাতক্ষীরা

আর্থিক সহযোগিতায়: বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংক

পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদন

নভেম্বর, ২০২০

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

ভূমিকা: বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি প্রজেক্ট-১ (বিআরসিপি-১) এর অর্থায়নের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংক গ্রুপের সদস্য ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন (আইডিএ) থেকে ১৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ পেয়েছে, যা বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ (বিএলপিএ), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয় (এমওসি) যৌথভাবে বাস্তবায়ন করছে। বিআরসিপি-১ উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির মাধ্যমে বাণিজ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন, লজিস্টিক জটিলতা কমানো এবং সীমান্ত ব্যবস্থাপনা ও বাণিজ্য সুবিধার আধুনিক পদ্ধতি গ্রহণ করা, যা প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে বাণিজ্যের জন্য অপরিহার্য। ২০১৬ সালে বিএলপিএ ভোমরা স্থল বন্দরের অবকাঠামো নির্মাণের জন্য ইয়োশিন-ভিত্তি (Yooshin-VITTI) যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে ইআইএ (EIA) এর কাজ পরিচালনা করে। বর্তমান পরামর্শ সেবার অধীনে, পূর্ববর্তী ইআইএ পর্যালোচনা এবং গুণগত ভাবে হালনাগাদ করে। পর্যালোচনাকৃত এবং হালনাগাদকৃত ইআইএ চূড়ান্ত হিসাবে বিবেচনা করা হবে।

ভোমরা স্থল বন্দর পরিকল্পিত এবং সমন্বিত উপায়ে উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন। তাই প্রস্তাবিত উন্নয়নে আকার এবং প্রকৃতি পরিবর্তন হয়েছে এবং সম্প্রসারণের জন্য নতুন জমি অধিগ্রহণ করা হচ্ছে। এজন্য একটি সমন্বিত উন্নয়নের প্রস্তাব করা হয়েছে। এই সব কারণে ভোমরা স্থল বন্দরকে তিনটি পর্যায়ে সম্প্রসারণ করা হবে। এই সম্প্রসারণ কার্যক্রমের অধীনে প্রথম পর্যায়ে সম্প্রসারণের জন্য ১০ একর জমি অধিগ্রহণ করা হবে। সেজন্য অতিরিক্ত এলাকা এবং উন্নয়নের সাথে সাথে পারিপার্শ্বিক পরিবেশের পরিবর্তন বিবেচনা করে ইআইএ গবেষণা প্রতিবেদন হালনাগাদ করা হয়েছে। বর্তমানে সম্ভাব্যতা যাচাই এবং বিস্তারিত নক্শা হালনাগাদ প্রক্রীয়াধীন আছে।

পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদন হালনাগাদ করার সংক্ষিপ্ত কার্যাবলীর নিম্নরূপঃ

- বর্তমান পরামর্শ সেবার অধীনে, পূর্ববর্তী সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন হালনাগাদ করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহ করা।
- বিশ্বব্যাংকের পরিবেশ সংরক্ষণ কোন বিধীমালার সাথে সাংঘর্ষিক কিনা তা পর্যালোচনা করে দেখা।
- পরিবেশ ও সামাজিক বিষয়ের বর্তমান ও ঐতিহাসিক তথ্য, প্রচলিত ও প্রাথমিক তথ্যভান্ডার থেকে সংগ্রহ করা।
- প্রকল্প এলাকায় বর্তমানে বিদ্যমান পরিবেশ ও সামাজিক অবস্থা নির্দিষ্টকরণ।
- প্রকল্পের উন্নয়ন কর্মকান্ডের জন্য জরুরী পরিবেশ ও সামাজিক উপাদান সমূহের উপর সম্ভাব্য প্রভাব সনাক্তকরণ।
- নির্মাণ পূর্ববর্তী, নির্মাণ চলাকালীন ও নির্মাণ পরবর্তী সময়ে প্রস্তাবিত উন্নয়ন কর্মকান্ডের জন্য পরিবেশ ও সামাজিক অবস্থার উপর সুপ্ত প্রভাব নির্দিষ্টকরণ।
- প্রকল্পের নেতিবাচক প্রভাবের বিরুদ্ধে প্রশমন ব্যবস্থা গ্রহন, ইতিবাচক প্রভাবের কারণে পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং যে সমস্ত নেতিবাচক প্রভাব প্রশমন করা সম্ভাব নয় সেক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা রেখে পরিবেশ সংরক্ষণ ব্যবস্থা বাস্তবায়নকে সহজতর করে প্লান তৈরী করা।

নীতি, আইনি প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রক কাঠামো: পরিবেশ সংরক্ষণ আইন (ইসিএ, ১৯৯৫) বাংলাদেশের পরিবেশ সুরক্ষা সম্পর্কিত প্রধান আইনগত কাঠামো। এই আইনের আধিনে পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মানের উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ এবং সেই সাথে পরিবেশ দূষণ কমানোর জন্য আইন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই আইন অনুযায়ী, ২০১০ সালে সংশোধিত পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা (ইসিআর) ১৯৯৭-এ প্রদত্ত পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রকল্পটি শুরু করার আগে প্রস্তাবিত প্রকল্পকে পরিবেশ অধিদপ্তর (DoE) থেকে পরিবেশগত ছাড়পত্র পেতে হবে। ইসিআর পরিবেশগত অনুমোদনের উদ্দেশ্যে প্রকল্পসমূহকে বিভিন্ন শ্রেণীতে (সবুজ, কমলা-ক, কমলা-খ এবং লাল) শ্রেণীবদ্ধ করে। স্থলবন্দর নির্মাণ ইসিআর এর বিভিন্ন শিল্প বা প্রকল্পের শ্রেণীবিভাগের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত নেই। অন্যান্য স্থল বন্দরের জন্য পাওয়া পরিবেশগত ছাড়পত্র এবং সেসব বন্দরের সাথে জড়িত কাজের পরিধি সম্পর্কে বিএলপিএ-এর পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা বিবেচনা করে, আশা করা যায় যে বিদ্যমান স্থল বন্দরের উন্নয়নের কাজ 'কমলা খ' শ্রেণীতে পড়বে। প্রকল্পটি 'কমলা খ' হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে এবং বিএলপিএ ইতোমধ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে অবস্থানগত ছাড়পত্র পেয়েছে। বর্তমানে উহা পরিবেশগত ছাড়পত্র হিসেবে নবায়ন করা হয়েছে।

বিশ্বব্যাংকের পরিবেশগত সুরক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে, পরিবেশ মূল্যায়ন (ওপি/বিপি ৪.০১) (Environmental Assessment (OP/BP 4.01) এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। যেহেতু ভোমরা স্থল বন্দরের অবকাঠামো (সম্প্রসারিত) নির্মাণের বেশীরভাগ প্রভাব ঐ স্থানে নির্দিষ্ট এবং আদর্শ প্রশমন ব্যবস্থার মাধ্যমে হ্রাস করা সম্ভব, তাই প্রস্তাবিত প্রকল্পটি বিশ্বব্যাংকের শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী 'শ্রেনী খ' এর আওতায় পরে। এই ভোমরা স্থল বন্দরের পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন (ইআইএ) প্রতিবেদনটি বিশ্বব্যাংকের নীতি মেনে তৈরি করা হয়েছে এবং বিশ্বব্যাংকের অনুমোদন নেওয়া হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের নীতি অনুযায়ী স্টেকহোল্ডার এবং সর্বসাধারণের সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে প্রকল্পটি সাধারণের দৃষ্টিগোচর করা হয়েছে।

প্রকল্পের বর্ণনা: প্রকল্প এলাকার সামনের রাস্তায় ১৫ মিটার প্রশস্ত একটি গাড়িপথ (carriage way) রয়েছে। এখানে ট্রান্সশিপমেন্ট ইয়ার্ড, ওয়েট ব্রিজ, গুদাম/গোডাউন, অফিস বিল্ডিং, বিদ্যুৎ সরবরাহ ও বিতরণ সরঞ্জাম এবং আবাসিক ব্যবস্থার মতো সুবিধা রয়েছে। বিদ্যমান ভবনে (১.০৯ একর জায়গার উপর) কাস্টমস, ইমিগ্রেশন এবং স্থলবন্দর প্রশাসনের জন্য ২২ টি কক্ষের জন্য জায়গা সরবরাহ করা হয়েছে। বন্দরটিতে মৌলিক অবকাঠামো অর্থাৎ বিদ্যুৎ, টেলিফোন (ওটিডি), রাস্তা, পানীয় জলের ব্যবস্থা রয়েছে। বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি) হতে বন্দরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। এখানে ব্যাকআপ পাওয়ার সরবরাহর জন্য বিএলপি এর মালিকানাধীন একটি ১০০ কেভিএ জেনারেটর রয়েছে। পানীয় জলের জন্য একটি গভীর নলকূপ রয়েছে, যা ১৮৩ মিটার গভীরতা থেকে উত্তোলন করা হয়। এলাকাটি সুরক্ষা প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। বন্দরের নিরাপত্তাবাহিনী নিয়মিত নিরাপত্তারক্ষী এবং আনসারদের সমন্বয়ে গঠিত। সশস্ত্র পুলিশ ব্যাটালিয়ন (এপিবি) স্থলবন্দরের জনবল ও সম্পত্তি উভয়ের সুরক্ষার দায়িত্বে থাকবে। তারা বন্দর এলাকার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে রাখবে। পাশাপাশি বর্ডার গার্ড অব বাংলাদেশ (বিজিবি) সীমান্ত সুরক্ষা নিশ্চিত করবে, চোরাচালান বিরোধী অভিযানের জন্য এবং আন্তঃসীমান্ত অপরাধ তদন্তের জন্য দায়বদ্ধ থাকবে। প্রস্তাবিত ভোমরা স্থলবন্দরটির বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের কাজ সহজ ভাবে করা এবং সম্পদের সঠিক প্রয়োগ করার জন্য উন্নয়ন কার্যক্রমকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করে প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রতিটি পর্যায়কে তিনটি প্রধান উপ-পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে: (১) প্রাক-নির্মাণ কাজ (২) জায়গা প্রস্তুতির কাজ (৩) নির্মাণ কাজ। প্রথম পর্যায়ে ২৫.৮৭ একর এলাকায় (অর্থাৎ বিদ্যমান বন্দর অঞ্চল ১৫.৬৭ একর এবং অতিরিক্ত ৯.২১ ও ০.৯৯ একর এলাকা), দুই বছরে (২০২১-২০২২) উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন করা হবে। প্রস্তাবিত উন্নয়ন কাজের উপর ভিত্তী করে বর্তমান ইআইএ প্রতিবেদনটি তৈরী করা হয়েছে।

পরিবেশগত স্থাপনা: প্রস্তাবিত ভোমরা স্থলবন্দরটি, ভোমরাতে অবস্থিত বর্তমান স্থলবন্দরকে কেন্দ্র করে তৈরী হবে যা সাতক্ষীরা সদর থেকে ১৫ কিলোমিটার, খুলনা বিভাগীয় সদর দপ্তর থেকে ৭৫ কিলোমিটার এবং ঢাকা থেকে ৩৫৫ কিমি দূরে অবস্থিত। এলাকাটি বর্ষার সময় বৃষ্টিতে প্লাবিত হয় এবং শুকনো মৌসুমে ট্রাক পার্কিং ও আমদানি করা পাথর রাখার জন্য অস্থায়ী স্থান হিসেবে ব্যবহৃত হয়। জোয়ার-ভাটার নদী ইছামতি যার পানি লবণাক্ত, প্রকল্প এলাকা থেকে প্রায় ৩.৩ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত এবং নদীটি একটি খালের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার সাথে যুক্ত ছিল যা বর্তমানে ভরাট হয়ে গেছে। ভূগর্ভস্ত গভীর পানির স্তর লবণ ও আর্সেনিক মুক্ত।

পরিবেশগত প্রভাবগুলির প্রাথমিক স্ক্রিনিং এবং স্কোপিং: ভোমরা স্থলবন্দরের সম্প্রসারণ কাজ বর্তমানে ভোমরাতে অবস্থিত বর্তমান স্থলবন্দরকে কেন্দ্র করে তৈরী হবে। স্থলবন্দরটি প্রকল্পের দক্ষিণের কিছু আবাসিক জায়গা নিয়ে এবং একটি সমতল জমিতে অবস্থিত হবে, যা খালি জায়গা এবং শুকনো মৌসুমে যানবাহন পার্কিং এর জন্য ব্যবহার করা হয়। প্রস্তাবিত স্থলবন্দর উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত সম্ভাব্য প্রভাবগুলির সংক্ষিপ্তসার ও সম্ভাব্য প্রশমন ব্যবস্থা নীচে দেওয়া হলঃ

- স্থলবন্দরের জমি ভরাটের উপকরণগুলি এই অঞ্চলের নিকটবর্তী পরিত্যক্ত এবং অব্যবহৃত জমি, ভরাট পুকুর এবং অকৃষি জমি থেকে সংগ্রহ করা হবে। অব্যবহৃত এবং পরিত্যক্ত জমিগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কারণ এগুলি ব্যবহারে সবচেয়ে কম সামাজিক এবং পরিবেশগত প্রভাব পরবে। নির্মাণ সামগ্রীর প্রত্যাশিত উৎস হল স্থানীয় নিবন্ধনকৃত সরবরাহকারী যারা আশেপাশের জায়গা থেকে সংগ্রহ করেন। সিভ অ্যানালাইসিস, কম্প্যাকসন ও টেনশন পরীক্ষার মাধ্যমে উপকরণগুলির মান নিশ্চিত করা হবে। মাটি বহন করার সময় ট্রাক ট্রিপল দিয়ে ঢেকে রাখা হবে এবং পানি ছিটানোর মাধ্যমে ধুলো দমন করা হবে।
- জমি ভরাটের উপকরণগুলি সরবরাহের জন্য নিবন্ধনকৃত সরবরাহকারীগণ স্থানীয় প্রশাসন থেকে অনুমতি নিয়ে থাকেন। স্থানীয় প্রশাসন দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী উপকরণ সরবরাহের শর্ত দিয়ে থাকেন। ভরাটের উপকরণগুলির নমুনা পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করা হবে।

- এই বন্দর দিয়ে মূলত পাথর কুচি এবং খাদ্য সামগ্রী আমদানি করা হয় যা প্রতি বছর মোট আমদানির তিন ভাগেরও বেশি। মাল বোঝাই এবং খালাস, উন্মুক্ত স্ট্যাক ইয়ার্ডে সংরক্ষণ করা এবং বর্ষাকালে পাথরের ধুলা এবং পাথর কণার কারণে জলে নিষ্কাসনের ব্যবস্থাপনাকে স্ক্রিন এবং গ্রিট চেম্বারের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা হবে এবং অবকাঠামোগুলোর নকশা তৈরীর সময়ে এটি বিবেচনায় রাখা হবে।
- প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকায় বাসস্থান, দোকান এবং বিভিন্ন কাঠামো অবস্থিত। বর্তমানে এই এলাকার সবচেয়ে বড় উদ্বেগের কারণ বিদ্যমান ধূলিকণা এবং শব্দ। নির্মাণ কাজের সময় ধূলা এবং শব্দ একটি বড় সমস্যা হিসেবে দেখা দিবে। বন্দরের নকশা তৈরীর সময় শব্দ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা যেমন বাফার জোন তৈরী এবং বন্দরের চারপাশে গাছ লাগানোর বিষয়টি বিবেচনায় রাখা হবে। অবকাঠামোগুলোর নকশা করার সময় ধূলিকণা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা, সংরক্ষণের স্থান ঢেকে রাখা, ঝাড়ু এবং ভ্যাকুয়াম সরঞ্জাম সংগ্রহে রাখার কথা বিবেচনায় রাখা হবে।
- বর্তমানে বর্জ্য সংগ্রহের ব্যবস্থার পাশাপাশি নষ্ট ও অব্যবহৃত পণ্য নিষ্পত্তির কোন ব্যবস্থা নেই। নকশা করার সময় বর্জ্য সংগ্রহ এবং নিষ্পত্তির জন্য আলাদা স্থান বিবেচনা করা হবে। স্থলবন্দর প্রকল্পের দক্ষিণে প্রায় ১২৫ কিলোমিটার দূরে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত। সুন্দরবন হল নিকটতম ইসিএ (ECA) যা প্রকল্প এলাকা থেকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।
- কাস্টমস্ অফিস এবং ইমিগ্রেশন কাউন্টারের মত স্থানে মহিলা ভ্রমণকারী এবং ব্যবসায়ীদের জন্য পৃথক শৌচাগার এবং বিশ্রামাগার সুবিধা বন্দরের নকশায় রাখা হবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য র‍্যাম্পের সুবিধা রাখা হবে।
- বন্দর এলাকার উন্নয়নের জন্য ১০০ বছরের বন্যা স্তরের তথ্য এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবগুলিও বিবেচিত করা হয়েছে।
- এই স্থলবন্দরটির উন্নয়নের জন্য কোনও পাহাড় কাটা বা কোনও জলাভূমি ভরাটের প্রয়োজন হবে না।

পরিবেশগত মূল্যায়ন: প্রকল্পের পরিবেশগত মূল্যায়নটি (EA) WB এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক (EMF) ব্যবহার করে এবং ইসিআর' ৯৭ (ECR'97) অনুসরণ করে করা হয়েছে। প্রতিবেদনটিতে, প্রস্তাবিত প্রকল্পের নকশা এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রাসঙ্গিক সমস্ত পরিবেশগত সমস্যা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

ইআইএ সমীক্ষার জন্য বেইজলাইন সমীক্ষায় নিম্নলিখিত পরিবেশগত সমস্যাগুলি বিবেচনা করা হয়েছিল।

- জমির উন্নয়ন এবং জমি ভরাটে ব্যবহৃত উপাদানের উৎস
- প্রকল্প এলাকার জলানুসন্ধান বিজ্ঞান (হাইড্রোলজি)
- বিভিন্ন প্রজাতির জীব সম্পর্কে ধারনা (উদ্ভিদ, প্রাণী, বিপন্ন প্রজাতি)
- জলবায়ুর অবস্থা (তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা)
- পরিবেশগত গুণমান (বায়ু, পানি, শব্দ)
- আর্থ-সামাজিক অবস্থা (জনসংখ্যা, প্রত্নতত্ত্ব অর্থনীতি ও সংস্কৃতি, আদিবাসী, জলের সরবরাহ ও স্বাস্থ্যব্যবস্থা এবং ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি)
- প্রভাব চিহ্নিত করে সে অনুসারে প্রশমন ব্যবস্থাগুলি তৈরি করা হয়েছে।

বিকল্প বিশ্লেষণ: প্রচলিত নকশা পদ্ধতি বিবেচনা করা হয়েছে কারণ এতে বেশিরভাগ সুবিধা পাওয়া যাবে। ঐতিহ্যবাহী, কো-লোকেটেড বা জুসটপোজড, অচল এবং ভঙ্গুর নকশা বিশ্লেষণ করে প্রস্তাবিত এবং নির্মাণ কাজের বিকল্পগুলি বিশ্লেষণ করা হয়। উল্লেখিত সকল কারন বিবেচনা করে ভোমরাতে বিদ্যমান ল্যান্ড কাস্টম সাইটকে ভোমরা স্থলবন্দরের উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত এবং টেকসই বিবেচনা করা হয়েছে। স্থলবন্দর উন্নয়নের জন্য বিদ্যমান স্থলবন্দরের এলাকায় পরিবেশ সম্পর্কে বিশদ গবেষণা পরিচালিত হয়েছে এবং প্রস্তাবিত স্থানকেই উপযুক্ত বলে বিবেচনা করা হয়েছে।

স্টেকহোল্ডার এবং জনসাধারণের পরামর্শ: স্টেকহোল্ডার এবং জনসাধারণের পরামর্শ নেওয়ার কার্যক্রম পরিবেশগত মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার একটি অপরিহার্য অঙ্গ এবং তা নিশ্চিত করার জন্য আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক উভয় ভাবেই স্টেকহোল্ডার এবং সাধারণ জনগণের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং মতামতকে বিবেচনায় নেওয়া হয়। পূর্বাভাসকৃত নেতিবাচক প্রভাবগুলি হ্রাস করার জন্য নকশা, নির্মাণ পদ্ধতি এবং সময়ের সাথে পরিবর্তন বিবেচনা

করে তথ্য প্রকাশ এবং রেকর্ড করা করা হয়েছে। এই পদ্ধতিতে পরিবেশগত বিদ্যমান সরকারী (GOB) আইন অনুযায়ী পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করা হয়। পরামর্শ গ্রহণের জন্য যে প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয় তার প্রাথমিক পদ্ধতিগুলি হল:

- একক পরামর্শ/আলোচনা
- মূল তথ্য জানার জন্য সাক্ষাৎকার
- বিভিন্ন দল বা গোত্রদের সাথে আলোচনা
- পূর্ব ঘোষিত উন্মুক্ত পরামর্শ সভা

২০১৬ সালের এপ্রিলে, ভোমরা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান প্রকল্প এলাকার বেশ কয়েকটি স্থানে জনসভা ও দলগত আলোচনা করার জন্য পরামর্শককে সহায়তা করার জন্য স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের অনুরোধ করেন যা যথাযত ভাবে আয়োজন করা হয়। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পরামর্শ সভাগুলির সভাপতিত্ব করেন।

প্রকল্পের প্রস্তুতি চলাকালীন সময়ে এবং স্থানীয় জনসাধারণকে খসড়া ইআইএ প্রতিবেদনটি জানানোর জন্য ১৩ই আগস্ট ২০১৬ তে ভোমরায় পূর্ব ঘোষিত উন্মুক্ত পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সভার এক সপ্তাহ আগে লিফলেটের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের কাছে পরামর্শ সভার বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়েছিল। পোস্টারগুলি প্রকাশ্য স্থানে (ইউনিয়ন পরিষদের ভবনে, বাজারে) প্রদর্শিত হয়েছিল। সকল ধরণের স্টেকহোল্ডার উপজেলা চেয়ারম্যান, ইউপি চেয়ারম্যান, ব্যবসায়ী নেতা, স্থানীয় অভিজাত, মসজিদের ইমাম, হোটেল মালিক, ট্রাক চালক, সিএন্ডএফ এজেন্টসহ প্রকল্পের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিরা (PAPS) উপস্থিত ছিলেন এবং মতবিনিময় সভায় অংশ নিয়েছিলেন। অধিকন্তু, স্থানীয় সরকারী কর্মকর্তা এবং শুল্ক কর্মকর্তাদের সাথেও বৈঠক করা হয়েছিল। ভোমরা স্থলবন্দর প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে জেনে তারা খুশি হয়েছেন। তারা নির্মাণ পূর্ববর্তী, নির্মাণকালীন ও কার্যক্রম শুরু হওয়ার সময় সঠিক ভাবে পরিবেশের উপর প্রভাব প্রশমনের ব্যবস্থা করার সাথে সাথে তাদের জমি অধিগ্রহণ, অবকাঠামো ও জীবিকার ক্ষতি হলে তার যথাযথ ক্ষতিপূরণ চান। তারা প্রতিবেদন তৈরীতে সাহায্য করেছেন কারণ তারা আশা করেছেন যে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পরে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি হবে।

খসড়া পরিবেশ ও সামাজিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন সম্পর্কে জাতীয় পর্যায়ে পরামর্শ সভা ২০১৬ সালের ১০ আগস্ট বিএলপিএ-এর মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। এই স্থানীয় এবং জাতীয় পরামর্শ সভাগুলির আলোকচিত্র যথাক্রমে মূল প্রতিবেদনের শেষে দেওয়া হয়েছে। এসব পরামর্শকালে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে পরিবেশগত ও সামাজিক সমস্যা সম্পর্কিত লিফলেট বিতরণ করা হয়েছিল (যা স্থানীয় বাংলা ভাষায় প্রস্তুত করা হয়েছিল) এবং বড় আকারের পোস্টারগুলিও অনুষ্ঠানস্থলে প্রদর্শিত হয়েছিল। পরিবেশ ও সামাজিক বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে বিষয়গুলো উপস্থাপন করা হয়েছিল। সেই সাথে অংশগ্রহণকারীদের সামাজিক এবং পরিবেশগত সমস্যাগুলি সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে উৎসাহিত করা হয়েছিল।

সম্প্রতি, ২০ই অক্টোবর ২০১৯-এ, পরামর্শদাতা সংস্থাগুলির মোতায়েন করা পরিবেশ বিশেষজ্ঞ প্রকল্পটি পরিদর্শন করেছেন এবং পরিবেশ সম্পর্কিত উদ্বেগের বিষয়ে প্রস্তাবিত প্রকল্পের বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে পরামর্শ করেছেন এবং পূর্ববর্তী ইআইএ নথিতে নির্ধারিত/গৃহীত পরিবেশগত সমস্যাগুলি/তথ্য যাচাই করেছেন। উক্ত পরামর্শ সভা শুরুর আগে নিম্নলিখিত উপকরণগুলি প্রচার করা হয়েছিল এবং স্টেকহোল্ডারদের সাথে ইতিবাচক এবং গঠনমূলক সম্পর্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে এবং প্রকল্প সম্পর্কে তাদের জ্ঞান উন্নত করতে পরামর্শ সভার একদিন আগেই সকল স্টেকহোল্ডার এবং ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল যাতে তারা প্রয়োজনীয় জিজ্ঞাসা এবং দরকারী পরামর্শ প্রদান করতে পারে। এই উপকরণগুলি ছিল:

- প্রস্তাবিত প্রশমনগুলির সংক্ষিপ্তসার পরামর্শ সভায় প্রকাশ
- প্রকল্পের কার্যক্রমের বিশদ বিবরণী, বাংলায় লিফলেট/ব্রোশিওর সহ লিখিত এবং দৃষ্টিলব্ধ তথ্য
- পরিবেশগত প্রভাব চিহ্নিতকরণ
- ইএমপি (EMP)
- অভিযোগ প্রতিকার প্রক্রিয়া (GRM)

জনগণের সাথে পরামর্শের ফলে সাধারণ প্রাপ্তিসমূহ: পরামর্শে অংশ নেওয়া ব্যক্তিদের দ্বারা বর্ণিত কয়েকটি মূল বিষয় নীচে বর্ণিত হয়েছে:

- আংশিক নিম্নভূমি ও আবাসন কাঠামো যুক্ত ভূমি অধিগ্রহণ, আর্থ-সামাজিক সুবিধা, চাকরির সুবিধা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা, দুর্ঘটনা, শব্দদূষণ, বায়ু দূষণ, যানজট, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ইত্যাদি।
- পরামর্শকালে অংশগ্রহণকারীরা মানব পাচারের বিষয়টি উল্লেখ করেনি। যেহেতু এটি একটি আনুষ্ঠানিক সীমান্ত ক্রসিং পয়েন্ট, তাই প্রকল্পটিতে অবৈধ সীমান্ত অতিক্রম হ্রাসের মাধ্যমে এই সমস্যা কমাতে ভূমিকা রাখবে। বন্দরের উন্নয়ন স্থানীয় জনগণকে সীমান্ত পারাপারে বৈধ পথ ব্যবহার করতে উৎসাহিত করবে।

পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা এবং পর্যবেক্ষণ পরিকল্পনা: পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা (ইএমপি)র মূল উদ্দেশ্য হল প্রস্তাবিত প্রকল্পের বিরূপ প্রভাবগুলিকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাতে পরিবেশ ও লোকজনের উপর বিরূপ প্রভাব হ্রাস পায় যা নিম্নে দেয়া হল:

- প্রকল্পের নেতিবাচক প্রভাবের বিরুদ্ধে প্রশমন ব্যবস্থাগুলির বাস্তবায়নকে সহজতর করা;
- প্রকল্প থেকে সর্বোচ্চ সম্ভাব্য সুবিধা পাওয়া এবং নেতিবাচক প্রভবগুলি নিয়ন্ত্রণ করা;
- প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক বিষয়গুলো পরিচালনার জন্য বিএলপিএ, ঠিকাদার, পরামর্শদাতা সংস্থা এবং প্রকল্প দলের অন্যান্য সদস্যদের জন্য দায়িত্ব নির্ধারণ করা।

পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া নির্ধারণ এবং পর্যবেক্ষণের জন্য উপাদানসমূহ সনাক্ত করতে হলেঃ

- সমস্ত প্রশমন পদক্ষেপ সম্পূর্ণ ভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে
- প্রশমন ব্যবস্থার কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে হবে
- বাস্তুসংস্থানের ধারা রক্ষা করা, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং যতটুকু সম্ভব নষ্ট হওয়া প্রাকৃতিক সম্পদ পুনরুদ্ধার করতে হবে; এবং
- বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের জন্য পরিবেশগত প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারন করতে হবে।

ইএমপির কিছু কাজ প্রকল্প এলাকা ভিত্তিক নির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার মাধ্যমে পরিচালিত হবে। ইএমপি এর একটি উদ্দেশ্য হল প্রকল্পের প্রতিটি নেতিবাচক প্রভাব প্রশমন করার পদ্ধতি চিহ্নিতকরা এবং নথিভুক্ত করা। প্রকল্পটির পরিচালনা পরিষদ পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও পরিচালনার সাথে জড়িত বিভিন্ন ব্যক্তি এবং স্টেকহোল্ডারদের দায়িত্ব পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করবে। বিএলপিএ পরিকল্পনাটি বাস্তবায়ন করার তদারকির দায়িত্বে থাকবে। বর্তমান সময়ের কোভিড-১৯ মহামারী এবং এর পরিবেশগত ও স্বাস্থ্যসুরক্ষার ব্যবস্থাপনার জন্য ব্যয়কে বিবেচনায় রেখে প্রকল্পের দায়িত্বরতরা শুধুমাত্র নির্মাণ কাজ এবং কার্যক্রম চলার সময়ই নয়, প্রকল্প বন্ধ বা সমাপ্ত হয়ার সময় এবং সমাপ্ত হওয়ার পরেও ইআইএ প্রতিবেদন অনুসারে প্রয়োজনীয় পরিবেশগত প্রশমন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা: প্রকল্প বাস্তবায়নের নেতৃত্ব দেবে প্রকল্প বাস্তবায়ন শাখা (পিআইইউ) যা ইতিমধ্যে বিএলপিএর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পিআইইউ প্রকল্পের জন্য প্রস্তাবিত বিভিন্ন কাজের অংশগুলো করার জন্য যেমন সম্ভাব্যতা যাচাই এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন প্রস্তুতকারক পরামর্শদাতা নিয়োগের জন্য দায়বদ্ধ থাকবে। পিআইইউর নেতৃত্বে রয়েছেন প্রকল্প পরিচালক (পিডি)। যোগ্য ও অভিজ্ঞ কর্মী সহ পরিবেশগত ও সামাজিক (ইএন্ডএস) সেল নিয়ে পিআইইউ গঠিত। এই ইএন্ডএস সেল পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনার বিষয়গুলিতে পিআইইউকে সহায়তা করবে এবং নির্মাণ কাজ তদারকির পরামর্শদাতা (সিএসসি) ও ঠিকাদারদের তদারকি করবে। নির্মাণকাজের সম্পূর্ণ সময়ে ইএমপি অনুসরন করার ত্রৈমাসিক পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনগুলি সংকলন করে প্রকল্প পরিচালক এবং বিশ্ব ব্যাংকের কাছে উপস্থাপন করবে। ইএন্ডএস সেল প্রকল্পের নির্মাণ এবং কার্যক্রম চলাকালীন উভয় পর্যায়ের কাজ পরিবেশগতভাবে আনুসরন করা হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা বিএলপিএ এর কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। তদুপরি, বিএলপিএ প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য স্থায়ী পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ নিয়োগ বা সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব প্রদান করবে, যারা কার্যক্রম শুরু হলে এবং রক্ষণাবেক্ষণের সময় পরিবেশগত প্রশমন ব্যবস্থার তদারকি করার জন্য দায়বদ্ধ থাকবে।

অভিযোগ প্রতিকার প্রক্রিয়াঃ বিএলপিএ তার বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে প্রকল্পের জন্য একটি অভিযোগ প্রতিকার প্রক্রিয়া (জিআরএম) চালু করেছে। এই প্রকল্পের জন্য একটি তিন স্তরের অভিযোগ প্রতিকার কমিটি (জিআরসি) প্রতিষ্ঠিত হয়। স্তর-১ঃ জিআরসি বন্দরের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকার থেকে একজন প্রতিনিধি এবং ক্ষতিগ্রস্থ জনসাধারণের প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত। পরিবেশের সমস্যা সম্পর্কিত অভিযোগগুলি নিয়ে কাজ করার সময় এই কমিটি সিএসসি এবং ইএন্ডএস সেলের পরিবেশ বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেবে। স্তর-২ঃ এই প্রকল্পের পরিচালক, বিএলপিএর জিআরএম অফিসার (বিএলপিএ এর বোর্ডে ইতিমধ্যে একজন জিআরএম অফিসার রয়েছে) এবং জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত। স্তর-৩: এ নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব রয়েছেন। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার মাধ্যমে স্থানীয় এবং ক্ষতিগ্রস্থদের সাথে যোগাযোগ করা হবে। অভিযোগ গ্রহণের জন্য একটি টোল ফ্রি নম্বরও স্থাপন করা হবে। ইএন্ডএস সেলের বিস্তারিত বিবরণ মূল ইআইএ প্রতিবেদনের অধ্যায় ৬.৬. এ প্রদান করা হয়েছে।

দক্ষতা তৈরীঃ ফলপ্রসূ ভাবে পরিবেশগত এবং সামাজিক সুরক্ষার চাহিদাগুলোর কার্যকরী প্রয়োগের জন্য দক্ষতা তৈরী ইএমপির একটি প্রধান উপাদান। বিএলপিএ, ইএন্ডএস সেল, সিএসসি এবং ঠিকাদারগণ সহ প্রকল্পের সকল স্তরের ক্ষেত্রে পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষামূলক ব্যবস্থাপনার জন্য দক্ষতা বাড়ানোর প্রয়োজন। নির্মাণের কাজের স্থানে, সিএসসি এর নেতৃত্ব দক্ষতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে, যদিও ঠিকাদাররা তাদের নিজস্ব কর্মী এবং কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার দায়িত্ব পালন করবে। দক্ষতা তৈরীর আওতায় রয়েছে সাধারণ পরিবেশগত ও সামাজিক সচেতনতা, এলাকার পরিবেশগত এবং সামাজিক সংবেদনশীলতা এবং প্রকল্পের ফলে সৃষ্ট প্রধান পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব, ইএমপির প্রয়োজনীয়তা, স্বাস্থ্যসচেতনাতার বিভিন্ন দিক এবং বর্জ্যের নিষ্পত্তি। এছাড়াও নির্মাণ কাজের এলাকায় বিভিন্ন পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য পরামর্শ মূল ইআইএ প্রতিবেদনের অধ্যায় ৬.৭. এ দেওয়া হয়েছে।

দলিল প্রস্তুত করাঃ সিএসসি এবং ঠিকাদারদের সহায়তায় ইএন্ডএস সেল নিম্নলিখিত পরিবেশগত প্রতিবেদনের দলিল তৈরি করবেঃ

- **পরিবেশগত পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনঃ** নির্মাণ কাজ চলাকালীন সময়ে পরিবেশগত পর্যবেক্ষণের ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন এবং বাৎসরিক প্রতিবেদন তিন বছরের জন্য **প্রতি বছর** শেষে জমা দেওয়া হবে।
- **প্রকল্পের সমাপ্তির পরিবেশগত পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন:** নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার এক বছর পরে, ইএন্ডএস সেল একটি প্রকল্প সমাপ্তির পরিবেশ পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন জমা দেবে যা প্রকল্পের সামগ্রিক পরিবেশগত প্রভাবগুলির সংক্ষিপ্তসার হিসেবে থাকবে।

ইএমপি বাস্তবায়নের ব্যয়: পরিবেশগত প্রভাব প্রশমন করতে প্রাক্কলিত বিশদ ব্যয় মূল ইআইএ প্রতিবেদনের অধ্যায় ৬.৯. তে দেওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা ও পর্যবেক্ষণের জন্য মোট ব্যয় হবে ১৯,০২০,০০০.০০ টাকা। এই ব্যয়টি সম্ভাব্যতা যাচায়ের ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত নয় তবে দরপত্র দলীল প্রস্তুতির সময় অন্তরভুক্ত করা হবে।

উপসংহার: এই ইআইএর প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে যে, প্রকল্পের সাথে জড়িত সম্ভাব্য তবে সীমিত যে পরিবেশের প্রভাব তা কমাতে প্রকল্পের নির্মাণ কাজ, ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণে সতর্কতার সাথে মনোযোগ দেওয়া উচিত।

প্রস্তাবিত প্রভাব প্রশমন ব্যবস্থাগুলির বাস্তবায়ন বিবেচনায় রেখে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় যে প্রকল্পের সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাবগুলো গ্রহণযোগ্য সীমার মধ্যে থাকবে। জনগণের পরামর্শ এবং প্রকল্পের এলাকাকে বিবেচনায় রাখা হয়েছে এবং স্টেকহোল্ডারদের কাছ থেকে প্রাপ্ত পরামর্শগুলি হালনাগাদকৃত প্রকল্প পরিকল্পনা বা পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।